যুদ্ধ এবং সশস্ত্র বিরোধকালীন পরিবেশগত ক্ষতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবসে
জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
৬ নভেম্বর ২০০৩

আজ যুদ্ধ এবং সশস্ত্র বিরোধকালীন পরিবেশগত ক্ষতি প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবসটি ২য় বারের মতো পালিত হচ্ছে।

সকল যুদ্ধই ধ্বংসাত্মক - তা মানুষের জন্য, দেশের জন্য এবং পরিবেশের জন্য। জেনেভা কনভেনশন ও প্রটোকলগুলো এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক আইনগুলো নিকৃষ্টতম সশস্ত্র বিরোধকে বরাবরই নিরুৎসাহিত করে আসছে, যার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে জনসাধারণকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা, যুদ্ধবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও বিশালকায় বাধ এবং পারমানবিক শক্তি স্থাপনার মতো সংবেদনশীল অবকাঠামো ধ্বংস প্রভৃতি ।

আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহের ক্রমবর্ধমান ধ্বংসযজ্ঞের সম্ভাবনা বাড়ার সাথে সাথে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক আইনগুলো পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্তকারী বিরোধগুলোকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরে না। কারণ বিপদ নানা ধরণের হতে পারে। যেমন- স্থলমাইনের লাগামহীন ব্যাবহার , বিপুল শরনার্থীদের অভিবাসনের ফলে সৃষ্ট প্রতিবেশগত বিপর্যয় এবং ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্রের মাধ্যমে সম্ভাব্য ধ্বংসযজ্ঞের হুমকী ইত্যাদি। পরিবেশকে সরাসরি ধ্বংসের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করার ঘটনা স্বল্প হলেও এমন অসংখ্য অনাকাংখিত ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে
পরিবেশ সংরক্ষণে আরো অধিক যত্নবান হওয়া দরকার ও কর্তব্য, কেননা টেকসই উন্নয়ন ও বিরোধ উত্তরণ বহুলাংশে পরিবেশগত দৃঢ় ভিত্তির উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং , আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আমার আহবান , যুদ্ধকালীন সময়ে পরিবেশগত সংরক্ষণকে উৎসাহী করে তুলতে কিভাবে আইনগত এবং অন্যান্য উপকরণগুলোকে শক্তিশালী করা যায়- সেগুলোকে নিরীক্ষণ করুন। পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করা কোন বিলাসিতা নয়, বরং আমাদের পৃথিবীর উন্নতি এবং ভবিষ্যৎ শান্তির জন্য এটি একটি পূর্বশর্ত।

** *** **